স্কুল জীবনের শৈশবের দিনগুল

২০০৮ সালে, মডার্ন হাই স্কুলের নার্সারিতে আমি ভর্তি হয়েছিলাম। মনে পড়ে সেই দিনের কথা, যেদিন প্রথম স্কুলে গেলাম। সেদিন অবশ্য স্কুল গেটের সামনে দাঁড়িয়ে, মায়ের হাত ধরে খুব কেঁদেছিলাম। কিছুতেই ভেতরে যেতে চাইছিলাম না। সেইসময়, স্কুলের একজন শিক্ষিকা এসে হাত ধরে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। নার্সারি ক্লাসে তিনি আমাকে বসিয়ে দিলেন। প্রথম কয়েক দিন, স্কুলে যাওয়ার সময়, বাবা-মাকে ছেড়ে আসতে হতো বলে খুব মন খারাপ হতো। ধীরে ধীরে অন্যান্য সহপাঠীদের সঙ্গে আলাপ হলো এবং অল্প দিনের মধ্যেই তারা আমার খুব ভালো বন্ধুহয়ে গেলো। সেই বন্ধুত্ব আজও অটুট। স্কুলের শিক্ষিকারা যখন ক্লাস নিতেন, তখন অনেক সময় কথা বললে বা পড়া না পারলে যেমন বকুনিও খেয়েছি, তেমনই আবার পড়া বঝু তে না পারলে, সস্নেহে তাঁরা বঝিু য়েও দিয়েছেন। এভাবেই আমরা স্নেহ, শাসন, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, অভিমানের মধ্যে দিয়ে মিষ্টি মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলেছি। টিফিন ব্রেকের সময়, সবার সঙ্গে স্কুলের মাঠে ছুটোছুটি করে খেলা করা, পুজো বা গরমের ছুটির পরে কবে স্কুল খুলবে এবং বন্ধুদের সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে সেইসব আলোচনা করতে করতেই আমাদের শৈশবের দিনগুলি খুব তাড়াতাড়ি কেটে গেছে।

Illustration- Hitisha Nahata

Written by- Sreenjoyi Chatterjee

স্কুল জীবনের শৈশবের দিনগুল

এর পরেই এলো ২০২০ সাল। তার সঙ্গে সঙ্গে এলো, ভয়ঙ্কর মরণব্যাধি করোনা। সারা বিশ্বজড়ে লক্ষ লক্ষ মানষু আক্রান্ত হলো এবং পরিণামে বহু মানষেু র মতৃ্যুও হলো। একে একে সমস্ত স্কুল-কলেজ-অফিস বন্ধ হয়ে গেলো, মানষেু র সঙ্গে মেলামেশা, আদান-প্রদান সমস্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। কম্পিউটার, মোবাইল, ল্যাপটপের মাধ্যমে পড়াশোনা শুরু হলো, এই অতিমারী কেড়ে নিলো আমাদের কৈশোরের মধুর দিনগুলি। আমরা সবাই ঘরবন্দি হয়ে, অনলাইনে, পড়াশোনা করতে অভ্যস্ত হলাম। স্কুলের শিক্ষিকাদের সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই, বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করার উপায় নেই। ছুটির দিনগুলির জন্য যে উত্তেজনা থাকতো, তা আর কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না। স্কুলের "লাঞ্চ ব্রেকের "সময় মাঠে যাওয়া, স্কুলের "করিডরে" দাঁড়িয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করা, স্কুলবাসে করে সবাই মিলে শিক্ষিকাদের সঙ্গে কোন জায়গায় যাওয়া - এইসবের আনন্দ-মজা কোনোটাই এই সময় ছাত্রছাত্রীরা উপভোগ করতে পারলো না। এখনকার ছাত্র-ছাত্রীদের শৈশবের দিনগুলি, বাড়িতে বসে, অনলাইন ক্লাস করতে করতেই কেটে যায়। তাই আমাদের সকলের প্রার্থনা, এই অভিশপ্ত দিনগুলোর অবসান হোক, জগৎ আবার সুস্থ - সুন্দর হয়ে উঠুক এবং শৈশবের নানা রঙের দিনগুলো আবার ফিরে আসুক।

Illustration- Hitisha Nahata

Written by- Sreenjoyi Chatterjee

ফিরে দেখা...

স্কুলের সাত দশকের পূর্তি উপলক্ষে , আমরা সবাই আমাদের স্কুল জীবনের নানান অভিজ্ঞতার কথা, লেখার মাধ্যমে তুলে ধরছি । সেই আড়াই বছর বয়সের ছ োট্ট শিশুটির আর এই কৈশ োরে প্রবেশের আগের মহূর্তে দাঁড়য়ে থাকা মেয়েটির সাথে জড়িয়ে আছে যে নামটি, সেটি “মডার্ন হাই স্কুল ফর গার্লস” । প্রথম অক্ষর পরিচয় থেকে প্রথম বন্ধুপাওয়া, সব কিছুই তো এই বাড়ি টাকে ঘিরেই। কবীর সুমনের সেই গানের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে , "এই শহর চেনে আমার প্রথম সব কিছু", তেমন ভাবেই এই বাড়িটি চেনে আমার প্রথম সবকিছু। স্কুলের প্রতি টি সামান্য জিনিস , টেবিল-চেয়ার, ব্ল্যাকব োর্ড, স্কুলের ওই কদম গাছটা , এমনকি হাত -পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ওই কাকতাড়ুয়াটাও আমার কাছে খুব প্রাণবন্ত। প্রত্যেকেই আমাকে চেনে এবং দেখা হলেই তাদের নিজস্ব ভাষায় যেন আমার সঙ্গে কথা বলে । এদের সবার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে আমার শৈশব-কৈশ োরের অমলিন সব স্মৃতি । কিন্তু আমার কাছে স্কুলে র সব থে কে প্রিয় বিষয় , আমার ক্লাব, "ময়ূখ"- যেখানে আমি একটু একটু করে নিজের নতুন এক অস্তিত্বকে আবিষ্কার করেছি । মাতৃভাষা আর আমার আপন ঐতি হ্যকে ভালোবাসা, সম্মান করতে শিখেছি । একসঙ্গে হাতে -হাত রেখে , রোজ নতুন কিছু উপস্থাপন করার আনন্দ উপভোগ করেছি । রবীন্দ্রজয়ন্তী, ভাষা দিবস, বর্ষামঙ্গল, শারদীয়ার অনষ্ঠু ানের আয় োজন-পর্বটা আমাদের কাছে অনষ্ঠু ানে র দিনটার থেকেও প্রিয় । কারণ, ওই সব দিনগুল োয় ছ োট ো- বড় ো মি লে রি হার্সাল দিতে দিতে , আমাদের ময়ূখের সদস্যদের নানারকম গল্প , খাওয়া-দাওয়া, হৈ -হুল্ল োড় করে কাটান োর সেই সব অনাবিল আনন্দের মহূর্ত সারা জীবন আমার মনে থেকে যাবে । আর এইদিনগুল োর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে আমাদের এমন প্রিয় একজন মানষু , যাঁর শনূযস্থান চিরকাল অপূরণীয় থেকে যাবে । যাঁকে হারিয়ে প্রথম অনভুব করতে পেরেছিলাম স্বজন-বিয় োগে র যন্ত্রণা কী অসহনীয় , প্রিয় মানষুকে সারা জীবনের জন্য দেখতে না পাওয়ার ব্যথা কতটা অপরিমেয়।

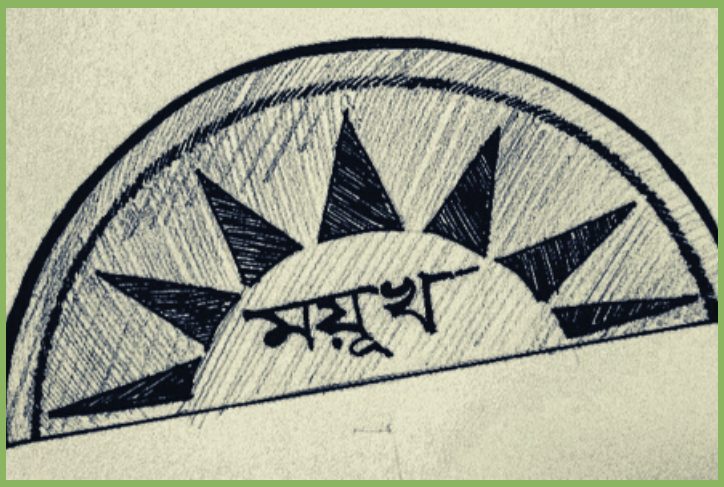

Illustration- Prakriti Chakravarty
Written by- Saranya Bhattacharya

ফিরে দেখা...

পাঁচ বছর ধরে , ময়ূখের সঙ্গে এই পথচলা - সেটা আমাদের কাছে কত েটা উপভ েগ্যের বিষয় ,তা বঝুতে পেরে ছিলাম ,যখন লকডাউনের জন্য স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল ে। অনলাইনে ক্লাসের সাথে যে মন মানিয়ে নিতে হল ে , তেমন ভাবে অনলাইন ক্লাবের সাথে ও মানিয়ে নিতে হল ে I তবে ধীরে ধীরে অনলাইন ক্লাসের অভ্যেস হয়েগেলে অনলাইন ক্লাবের অভ্যেস আজও হয়নি । কারণ অফলাইন স্কুলে , ময়ূখে র অধিবেশনে , আমরা রোজ নতুন নতুন অনষ্ঠু ান না করলে ও , প্রতিস েমবার এক ঘন্টা প্রাণ খুলে হাসতাম, নানান রকম খেলা খেলতাম , গল্প করতাম ,গান শুনতাম , সিনেমা দেখতাম
আর বি তর্ক সভায় অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে , মজার ছলে কত ে কিছুযে শিখে ফেলতাম - এর আগে ক েন েদি নও সেকথা বঝুতেই পারিনি আজ স্কুল জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে প ৌঁছেছি । আর মাত্র দবুছর, হয়তো আর কোনোদিনও স্কুল ইউনি ফর্ম পরে , স্কুলের ওই চ ৌকাঠ পেরিয়ে ঢুকব ে না… তবে জীবন -খাতার এই পাতাটা বড় ে উজ্জ্বল আর মধুর , তার প্রতিটা শব্দই I যেন স েনালী অক্ষরে লেখা। আগামী দ’ বছরের সব মহূর্তগুল েকে এমন ভাবে উপভোগ করতে চেষ্টা করব ে, যেন সেই দিনগুল ে স্মৃতির মণিক েঠায় অমলিন হয়ে থাকে । জীবনে আমি যেখানেই যাইনা কেন, এই স্কুলের প্রত্যেকটা সিড়িঁড়ি, প্রত্যে কটা ঘর ,গার্ডে নের প্রত্যেকটা ক ণে , ওই সরস্বতী মর্তিূর্তির সাথে জড়িয়ে থাকা সব স্মৃতি আর লবির ক ণেে পড়ে থাকা ছ ট্রেবেলাটাকে আমার সঙ্গে করে নিয়ে যাবো, এবং মনের এক স্বতন্ত্র স্থানে , চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে আমার "ময়ূখ" ।

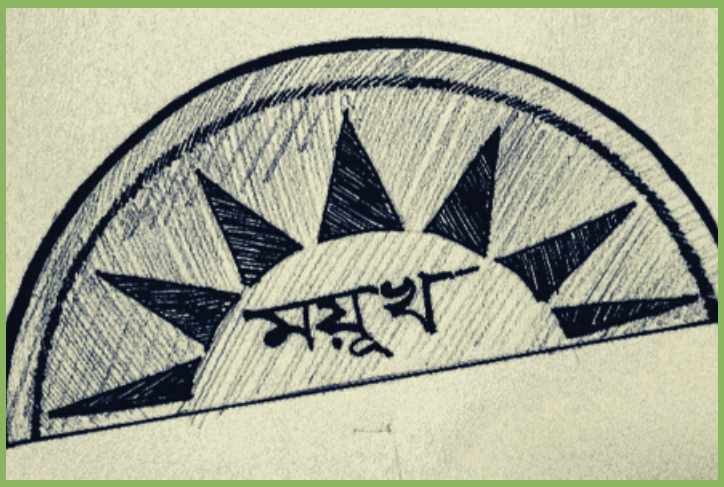

Illustration- Prakriti Chakravarty
Written by- Saranya Bhattacharya

হৃদয় আমার প্রকাশ হল

ছোট থেকেই স্কুল আমার কাছে খুব প্রিয় একটা জায়গা । সত্যি বলছি আমার স্কুল যেতে ভীষণ ভালো লাগত আর আজও লাগে। আমার কাছে শাস্তি ছিল স্কুলে যেতে না দেওয়া, তাই আমার মা এই ভয় দেখিয়ে অনেক ভুল বা অন্যায় কাজ করা থেকে আমায় আটকে রাখতেন। আজ সেসব কথা মনে পড়লে হাসি পায় আবার খুব আনন্দও হয়। মডার্ন হাই স্কুল আমার কাছে নতুন। নতুনই বা বলি কেন, প্রায় দু-বছর ধরে স্কুলটা আমার সাথে মিশে আছে । এই দু-বছরেই এতো নিবিড় একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে যাবে স্কুলটার সাথে ভাবতেও পারিনি। নার্সারি থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত গার্ডেন হাই স্কুলের ছাত্রী ছিলাম । যেহেতু হিউম্যানিটিজ নিয়ে পড়তে চেয়েছিলাম আর ওই স্কুলে হিউম্যানিটিজ নেই তাই আমার ওই পুরোনো স্কুল ছেড়ে এই নতুন স্কুলে আসা । আমার বেড়ে ওঠা, আমার এতগুলো বছরের আবেগ, সর্বোপরি আমার বন্ধুরা যেহেতু আমার পুরনো স্কুলের সাথে সম্পৃক্ত তাই ওই স্কুল তো অবশ্যই আমার কাছে বড় আপন, বড় প্রিয় । কিন্তু যেহেতু প্রথম দিন থেকেই আমি মডার্ন হাই স্কুলে মনের আনন্দ খুঁজে পেলাম, হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করতে পারলাম সর্বতোভাবে, তাই কখনো মনে হয়নি মডার্ন হাই স্কুল আমার কাছে নতুন । মনে হল পুরনো স্কুলের সবটুকু ঘ্রাণ নিয়ে নতুন সজীবতার সাথে নতুন রূপে ধরা দিলাম মডার্ন হাই স্কুলে ।

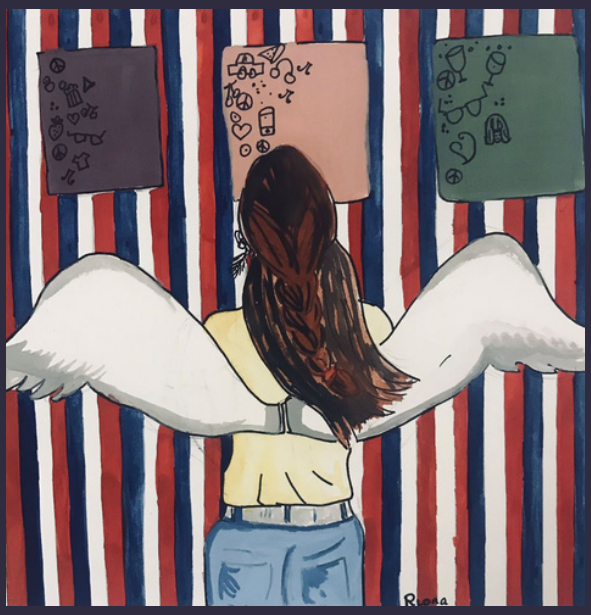

Illustration- Riona Mitter

Written by- Abhipriti Sen

হৃদয় আমার প্রকাশ হল

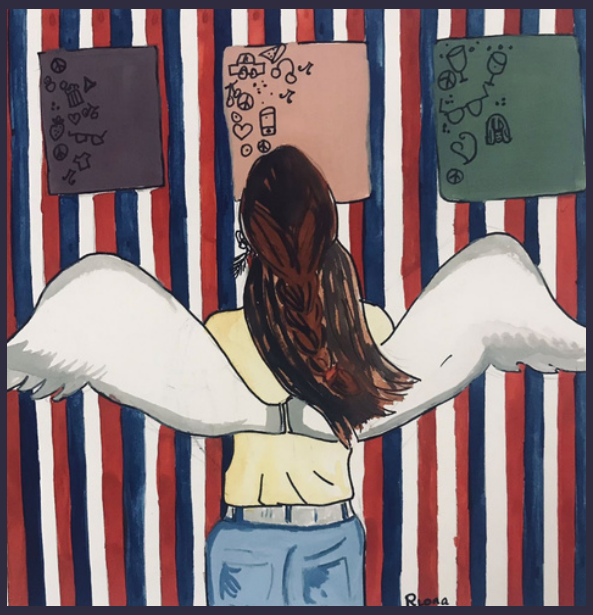

Illustration- Riona Mitter
Written by- Abhipriti Sen

অতিমারীর পরিস্থিতি আমাদের প্রতিদিনের স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে, আমাদের মনকে উদাস করে দিয়েছিল। স্কুলে গিয়ে সারাটা দিন কাটানো, বন্ধুদের উপস্থিতি উপভোগ করা, শিক্ষিকাদের সান্নিধ্য পাওয়া, পুরো স্কুলটা চিনতে পারা, দেখতে পাওয়া, হাসি-মজা-গানে ভরিয়ে তোলা থেকে বঞ্চিত হলাম। সত্যি মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছিল। আজও সেই দুঃখী মন নিয়েই লিখছি, তবুও বেশ কিছু ভালো স্মৃতি উল্লেখ না করলেই নয়, যা আমার মনকে তৃপ্ত করে ,আনন্দে ভরিয়ে তোলে। আমি আমার অনেক বন্ধু, আত্মীয় আর পরিচিতদের কাছে মডার্ন হাই স্কুলের সম্পর্কে আগেই শুনেছিলাম। তাই মনের মধ্যে একটা সুপ্ত ইচ্ছে ছিলো ,যদি এই স্কুলে পড়ার সুযোগ পাই তাহলে আমার জীবনের সাথেও এত ভালো একটা স্কুলের নাম জড়িয়ে যাবে। হলোও তাই | যেদিন ভার্চুয়াল ইন্টারভিউ হল সেদিন আমি মন উজাড় করে কথা বলেছিলাম শিক্ষিকাদের সাথে। আমার প্রিয় বিষয় থেকে শুরু করে এই স্কুলে কেন আসতে চাই সব নিয়ে। তারপর যখন বাবার কাছে ই-মেল এলো যে আমি সুযোগ পেয়ে গেছি এত বড় ঐতিহ্যশালী স্কুলে, আমার বাঁধনছাড়া আনন্দ তখন গগনচুম্বী। এই দুটো বছরে যদিও খুবই কম স্কুলে গিয়েছি তবুও অনলাইনে পড়াশোনা , ক্লাব, এড- বোর্ড, বিভিন্ন বিশেষ দিনের উদযাপনে সামিল হতে পেরেছি, এই বা কম কি ? পরিস্থিতি তো এখন সবাইকেই গৃহবন্দী করে রেখেছে। শুধু আমি কেন? সারাবিশ্ব আজ অতিমারীর কবলে। তবু যেটুকু পাচ্ছি সেটুকুই লুটেপুটে নিতে চাই |

হৃদয় আমার প্রকাশ হল

ক্লাস ইলেভেনে একবার স্কুলে গিয়েছিলাম আর আই. এস. সি এর ফার্স্ট সেমেস্টারের পরীক্ষাগুলো স্কুলে গিয়ে দিতে পেরেছি। বেশিদিন নয় কিন্তু, মাত্র সাত দিন। কী বড়ো স্কুল! কত সুন্দর মাঠ! কোনদিন জুনিয়র হল , কোনদিন জিম, কোনদিন শেড - এ পরীক্ষা দিতে বসেছিলাম। পরীক্ষার প্রশ্ন কেমন হবে, পরীক্ষা কেমন দেবো সেই ভয়ের সাথে একটা অদ্ভুত আনন্দ কাজ করেছিল যে আমি স্কুলে গিয়েছি, স্কুলে বসে পরীক্ষা দিচ্ছি। সবকিছু চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, বন্ধুরা সবাই এসেছে। এই স্কুলের বন্ধুরা সত্যিই খুব ভালো। ফেলে আসা বন্ধুদের একটুও মিস করিনি তাই | এখানেই বুঝি মর্ডান হাই স্কুলের কৃতিত্ব। এই স্কুল সবার সাথে মিলে যায়, সবাইকে মিলিয়ে দেয়। মনে আশা আছে সেকেন্ড সেমেস্টারের সময়ে আবার স্কুলে যাব, বন্ধুদের আবার দেখতে পাবো। যদি স্কুল খোলে এর মধ্যে তাহলে তা হবে আমার কাছে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো। আমি খুব চাই স্কুল খুলে যাক। এই বছর মর্ডান হাই স্কুলের সত্তর বছর পূর্তি - এই বিশাল ঘটনাটার সাক্ষী হতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। লেখাটা যখন শুরু করেছিলাম তখন ভেবেছিলাম কিভাবে স্কুলটাকে মিস্ করছি কেবল সেইটুকু লিখবো কিন্তু লিখতে বসে ভাবতে গিয়ে দেখলাম সত্যি সত্যি এই দুটো বছর আমরা কিন্তু আমাদের মতো করে স্কুলটার সাথে একাত্ম হয়ে ছিলাম। যেভাবেই হোক না কেন স্কুলের উষ্ণ পরশ পেয়েছি আর তা মনে ধরে রাখার মতো।

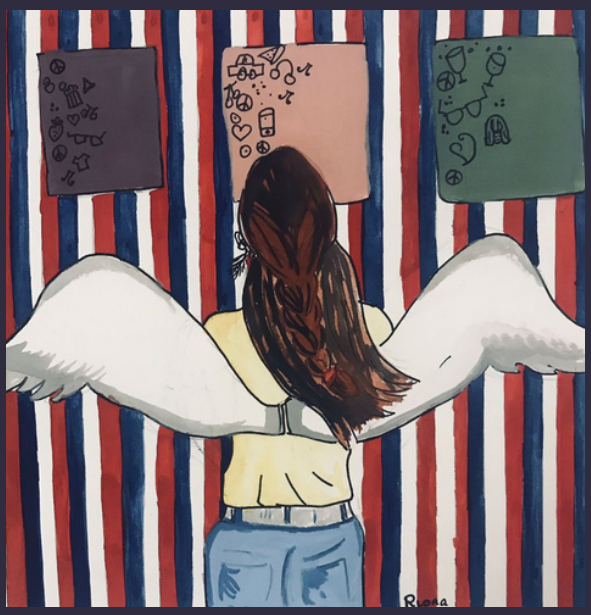

Illustration- Riona Mitter

Written by- Abhipriti Sen

হৃদয় আমার প্রকাশ হল

শেষে বলি আগামী দিনে যখন পরিস্থিতি ঠিক হবে, যখন আমরা সবাই আবার স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ ফিরে পাব তখন যেন সহস্রের উপস্থিতির মধ্যেও স্কুল আমাদের ভুলে না যায় । হয়তো তখন প্রাক্তনীর তকমা যুক্ত হবে আমাদের নামের পাশে, তবু বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যদি ডাক পাই তবে এই দু বছর স্কুল না যাওয়ার ক্ষতের উপর আনন্দের মলম পড়বে। এই স্কুলে পড়ে আমার জীবনবোধ বদলেছে , আমি অনেক সমৃদ্ধ হয়েছি আর এর পুরো কৃতিত্ব মর্ডান হাই স্কুলের | তাই স্কুল জীবনের শেষের পথে পা বাড়িয়ে স্কুলকে বলতে ইচ্ছে করছে -
"মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও" |

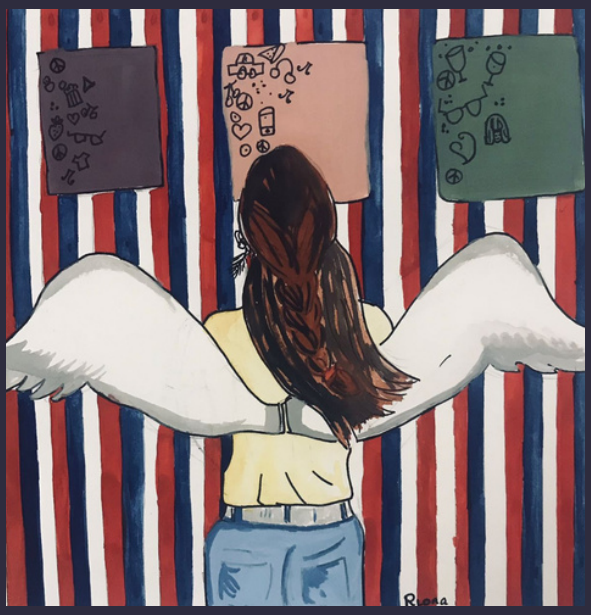

Illustration- Riona Mitter
Written by- Abhipriti Sen